ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

০৫ নভেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো: রাজু আহমদ মাসুম, সহকারি ব্যবস্থাপক - গবেষণা, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
এম. জাকির হোসেন খান, জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

তথ্য সংগ্রহে সহাযোগিতা

তানজিমা আক্তার সুমাইয়া, গবেষণা সহকারি, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার তথ্য সম্পাদনা এবং প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অবদান রাখার জন্য জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ইউনিটের প্রাক্তন প্রোগ্রাম ম্যানেজার গোলাম মহিউদ্দিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও অবদান রাখার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালবাংলাদেশ
মাইডাসসেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ঋষী: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

১. ভূমিকা

১.১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

মানবসৃষ্ট অনিয়ন্ত্রিত শিল্পোন্নয়ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে, যা ১৯৭০ সাল থেকে উদ্বেগজনক হারে অব্যাহত রয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন গবেষণায় বন্য ও সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে ফলে মানুষের সংস্পর্শে এসে এসব প্রাণীবাহিত বিভিন্ন ভেক্টর বর্ন ও জুনোটিক রোগের বিস্তার ঘটছে বলে দাবি করা হচ্ছে । ১৯৯৪ সালে জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন (UNFCCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে প্রাক শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমপক্ষে ২ ডিগ্রিতে নামিয়ে আনার জন্য ইউএনএফসিসি'র আওতায় বিভিন্ন চুক্তি[১] করা হলেও বাস্তবে শিল্পোন্নত দেশগুলো কাঙ্খিত পর্যায়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়।পরবর্তীতে ২০১৬ সালে ১৯৭টি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেখানে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনা এবং পর্যায়ক্রমে তা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে স্ব-স্ব দেশ কর্তৃক 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' (এনডিসি) প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য, কোপেনহ্যাগেন অ্যাকর্ড এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের মধ্যে নতুন প্রতিশ্রুতি হিসাবে উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের বিষয়টিও প্যারিস চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তহবিল প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলের মাধ্যমে তা সরবরাহ ও ব্যাবস্থাপনার বিষয়টি পরবর্তীতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জলবায়ু বিষয়ক অভীষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে (১৩.ক)। এছাড়াও, অভীষ্ট ১৩-এর লক্ষ্য ১৩.২-এ প্রশমন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, কৌশল ও কার্যক্রমে সমন্বয় এবং ১৩.৩-এ প্রশমন বিষয়ক সতর্কতা, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপকরা হয়।

বৈশ্বিক প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০১৫ সালের তুলনায় কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের হার ৫% এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতেতহবিল সহায়তা সাপেক্ষে ১৫% হ্রাসের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত জাতীয় অনুমিত অবদান (এনডিসি) প্রণয়ন করে। এছাড়াও ২০১৬ সালে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত কপ-২২ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৪৭টি স্বল্পোন্নত দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০% জ্বালানি চাহিদা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। প্রশমন লক্ষ্য অর্জনে ২০১১-২০৩০ সালের মধ্যে প্রশমন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১১,৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা প্রাক্কলন করে (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৫)। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) বাস্তবায়নে অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ)।বাংলাদেশের অগ্রাধিকার অভিযোজন অর্থায়ন হলেও বিসিসিটিএফহতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৭৩টি প্রশমন প্রকল্পে ৬০৮.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে যা এই তহবিল হতে মোট অর্থায়নের ১৮%। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকার জাতীয় উন্নয়ন ব্যয়েও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংক্রান্ত খাতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে।

যে কোনো খাতের সুশাসন পর্যালোচনার জন্য অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক একটি বিষয় (Hufty, 2009)। বাংলাদেশে প্রশমন খাতে সরকারী ও বেসরকারী অর্থায়ন ও নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও এই খাতে অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ এখনো অনুপস্থিত।ক্লাইমেটফান্ডসআপডেটের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে বৈশ্বিক বিভিন্ন জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রশমন অর্থায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, শক্তি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রভৃতি ও মন্ত্রণালয়সমূহের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় প্রশমন অর্থায়নের ভবিষ্যত উদ্যোগসমূহের সাথেও বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্পসমূহে সুশাসন চর্চার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখনো কোনো নিবিড় গবেষণা করা হয়নি।

[১] ১৯৯৭ সালের কিয়োটো চুক্তি, ২০০১ সালে মারাকেশ অ্যাকর্ড, ২০০৭ বালি রোড ম্যাপ, ২০০৯ সালে কোপেনহ্যাগেন অ্যাকর্ড, ২০১২ সালে দোহা অ্যামেন্ডম্যান্ট

সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি উল্লেখ করলেও বাস্তবে একের পর এক জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এনডিসিতে প্রতিশ্রুত প্রশমন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বিচারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে অধিক কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত ব্যাত্যয় ঘটানো হচ্ছে। এনডিসি এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের কলেবর নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে দেশি-বিদেশী উৎস হতে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (২৭ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও টিআইবি'র ইতোমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই অর্থ ব্যয়ে সুশাসনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

টিআইবি-এর জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে পরিচালিত নানাবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি ও জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে (TIB, 2013, 2017)। জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন খাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং অংশীজনদের কার্যক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের ঘাটতি অনুপস্থিতরয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এনডিসি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়
অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে প্রশমন অর্থায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদানের সুযোগ হয়েছে। বিদ্যমান প্রশমন অর্থায়ন ও এর ব্যাবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হলে তা উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিতে সহায়ক হবে।এছাড়া সামগ্রিকভাবে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা হিসেবে এই গবেষণাটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো– **বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা।**

গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট আইন/নীতি, কৌশল, অংশীজনের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা
- বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ
- চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান

১.৩.গবেষণার পরিধি

গবেষণাটিতে প্রশমন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উৎস হতে প্রশমন অর্থায়ন এবং বিসিসিটিএফ প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি শুধুমাত্র বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন এবং কার্যক্রমের ওপর ভিত্তিকরে পরিচালিত হয়েছে। জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত অর্থায়ন ও কার্যক্রম এই গবেষণার আওতাভুক্ত নয়।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণাটিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনায় মোট চার ধরনের গবেষণা টুলস্ (স্থাপনাসমূহের উপস্থিতি জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং দলীয় আলোচনা) ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৮ জন)	▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি; প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী; স্থানীয় জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা; স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি
	ফোকাস দলীয়	▪ প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণ

	আলোচনা (২৯ টি)	
	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ (৭ টি প্রকল্প এলাকা)	▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা
	জিপিএস কর্তৃক সনাক্তকরণ	▪ প্রশমন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের সকল সৌর-বিদ্যুৎভিত্তিক প্রত্যেকটি সড়কবাতির স্থান, সড়কবাতির কার্যকারিতার প্রামাণ্য চিত্র জিপিএস এর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে
পরোক্ষ তথ্য	আধেয় বিশ্লেষণ	▪ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা; প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন; অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন; প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ওয়েবসাইট

এই গবেষণায় প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারে সুশাসন পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল এর অর্থায়িত ৭ টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য বিসিসিটিএফ এর প্রশমন খাতে বরাদ্দকৃত তহবিলের ১১%। আন্তর্জাতিক উৎস হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ গবেষণাকালীন সময়ের বেশ পূর্বেই সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সুশাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা বিবেচনায় গবেষণার জন্য শুধুমাত্র বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্প বেছে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য একই ধরনের প্রতিষ্ঠান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের বাস্তবায়নে যুক্ত রয়েছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, বাস্তবায়নকাল, কাজের ধরন ও বরাদ্দের পরিমাণ বিবেচনায় প্রকল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে এবং সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের (সক্ষমতা, সামঞ্জস্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতি) আলোকে প্রকল্পসমূহে সুশাসন চর্চা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. গবেষণা ফলাফল

৩.১.বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন

২০৩০ সালের মধ্যে দেশী-বিদেশী উৎস হতে প্রাক্কলিত প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা যোগানের পরিকল্পনার বিপরীতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই অর্থের মাত্র ৬% (১২,৬৯৯.৭০ কোটি টাকা) তহবিল আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকে ২০২০ সাল নাগাদ যথাক্রমে ৬০৮.৬২ কোটি টাকা এবং ১২,০৯১.০৮ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ), স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট লোন (এসআইএল), ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ), গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ), বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড(বিসিসিআরএফ) এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রশমন কার্যক্রমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নের অনুপাত যথাক্রমে ৫:৯৫। বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক উৎস হতে সংগ্রহ করা হলেও এই আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থায়নের মাত্র ৬৭% অর্থ শুধুমাত্র প্রশমন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলসমূহে প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সরাসরি অভিগম্যতা না থাকায়প্রকল্পে অর্থায়ন ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ভর করতে হয় এবং এই নির্ভরশীলতার কারণে তহবিল ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু তাই নয়, শিল্পোন্নত দেশসমূহ হতে অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হলেও আন্তর্জাতিক উৎস হতে ২০১৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে প্রদত্তপ্রশমন অর্থায়নের প্রায় ১২,০৯১.০৮ কোটি টাকার মাত্র ১৫% অনুদানহিসেবে প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নরত জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ না থাকায়এনডিসি'র প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সম্ভাব্য উৎস হতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে যথাযথ কৌশল গ্রহণ এবং সম্ভাব্য উৎস হতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে এখনো আশানুরূপ সাফল্য অর্জনেএখনো আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।জাতীয় অবদান ও গুরুত্বভেদে প্রশমন কার্যক্রমগুলোর খাত ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ করা নেই, ফলে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের দুর্বল অভিগম্যতা এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন কার্যক্রম/ প্রকল্প বাস্তবায়নরত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তর্জাতিক অংশীজনরাও বিভিন্ন প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক তহবিল ও সহায়তা হতে এই খাতে প্রাপ্য অর্থের জিম্মাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে, বাংলাদেশে বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের সীমিত পরিসরে কাজ করছে প্রশমন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অংশীজনরা।নিম্নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের ধরণভেদে বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

প্রশমন কার্যক্রমের ধরণ	অংশীজনের ধরণ
প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নবায়নযোগ্য শক্তি	আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান
	বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা
	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যঙ্ক
	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
জীববৈচিত্র্য ও বনায়ন	বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা
	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যঙ্ক
	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির রূপরেখা অনুসারে বাংলাদেশ এনডিসি তে জাতীয় প্রশমন লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং উপকূলীয় বনের সীমা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সমন্বয়ে জলবায়ু প্রশমন সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নবায়নযোগ্য শক্তি, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে।কার্যক্রমের ধরনভেদে বিসিসিটিএফ হতে প্রদত্ত তহবিলের প্রায় ৫২% তহবিল (৩১৬ কোটি টাকা) বনায়ন ও বন ব্যাবস্থাপনায়, ৩২% তহবিল (১৯৫ কোটি টাকা) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে এবং ১৬% তহবিল (৯৮ কোটি টাকা) প্রশমন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে ব্যায় করা হয়েছে।

৩.২. জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রশমন বিষয়ক বাবৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ এ। নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট আইন/নীতি, কৌশল, অংশীজনের অঙ্গীকার ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনাকরা হলো -

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি), ২০০৯: জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কার্যকর অবদান রাখতে বিসিসিএসএপি'তে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে একটি কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবেবিগত ১১ বছরেও জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সময়াবদ্ধ সুর্নিদিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি হয়নি। ফলশ্রুতিতে,নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ/অর্থায়নের বিষয়ে কোনো কৌশলগত দিকনির্দেশনা না থাকায় সহজেই পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনাগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিসিসিএসএপিতে অভিযোজন ও প্রশমন অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত ও কার্যক্রমের ধরনভিত্তিক কোনো অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকায় প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর চাইতে স্বার্থান্বেসী গোষ্ঠীর স্বার্থইঅধিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি এই কৌশলপত্রে দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন ও উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনীর পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে, বন অধিদপ্তর সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে উপকূল সুরক্ষায়

একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করলেও বাস্তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ মোকাবেলায় তার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূল সুরক্ষায়সবচেয়ে কার্যকর ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ১০ কি.মি. এর মধ্যে এবং সংরক্ষিত আরো কিছু উপকূলীয় বনের কাছে কয়লা বিদুৎকেন্দ্রসহ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন করা হচ্ছে যা এই কৌশলপত্রের প্রশমন ধারনার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

শুধু তাই নয়, এই কৌশলপত্রের আলোকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে যুতসই এবং কার্যকর প্রযুক্তি আমদানি এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রশমনে সহায়ক প্রযুক্তির আমদানির ধরন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশল নেই। উল্টো ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল আমদানিতে ১০% শুল্ক ও কর আরোপের মাধ্যমে এই খাতে উৎপাদন ও বিপননের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক ধরনের নেতিবাচক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে জাতীয় অর্থায়ন ও বিভিন্ন ছাড় প্রদান করা হয়েছে অন্যদিকে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে জাতীয় অর্থায়ন ও বিভিন্ন ছাড় প্রদান (যেমন, কয়লা আমদানিতে ১০% মূসক ছাড়, বিদেশি কর্মী ও কোম্পানির আয়ের ওপর কর হার সম্পূর্ণ মওকুফ ইত্যাদি), যা বিসিসিএসএপিতে কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রার পুরো বিপরীত।জাতীয় পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপননের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত নীতি/দিকনির্দেশিকা প্রদানও করা হয়নি এ কৌশলপত্রে।

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫: এনডিসিতে বাংলাদেশের প্রশমন বিষয়ক প্রতিশ্রুতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ু বিদ্যুৎ ৪০০ এবং সৌর বিদ্যুতের উৎপাদন ১০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা। অথচদেশী-বিদেশী লবির স্বার্থে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তেবাংলাদেশ এই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতেমার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মাত্র ২.৯ মেগাওয়াট (০.০০৭%) বায়ু বিদ্যুৎ এবং ৩৩৮.৬৫ মেগাওয়াট (৩৩.৯%) সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে যা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। এই নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সীমাবদ্ধতা দেখানো হয়েছে তাও বাস্তবসম্মত নয়। বিভিন্ন গবেষণায় ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে সে লক্ষ্যমাত্রা অনেক কম দেখানো হয়েছে। এছাড়াও, স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর চাপে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার না দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সিংহভাগই দূষিত কয়লা এবং আরো অধিক দূষণকারী এলএনজিসহ জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১১৫ মিলিয়ন টন কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমন হবে যা এনডিসিতে উল্লেখিত প্রশমন লক্ষ্যমাত্রার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। শুধু তাই নয়, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়িক সুবিধার্থে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ বাস্তবায়ন করতে সরকার কর্তৃক প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়নবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে অর্থাভাবে ও আন্তর্জাতিক চাপে কয়লানির্ভরতা থেকে সরে এসে অধিক পরিবেশ বিধ্বংশী এলএনজিসহ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

পরিবহন খাতেও ২০১৫ সালের তুলনায় ১৫ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও কিভাবে এই হার কমানো হবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করা হয়নি। পরিবেশ দূষণের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে রাজধানী ঢাকা ইতোমধ্যে বায়ু দূষণে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শহরগুলোর তালিকায় স্থান পেয়েছে। নাসার তথ্যমতে, গত ১০ বছরে ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা ৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে ঢাকার বায়ু দূষণ বৃদ্ধিতে ইট ভাটার পাশাপাশি ফিটনেসবিহীন যানবাহনের কালো ধোঁয়াও অনেকাংশে দায়ী। তবে, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে তা কমাতে এখনো সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি এবং নিয়মিতভাবেই ঢাকার বায়ুমানের অবনতি ঘটছে। পরিবহন খাতের পাশাপাশি এনডিসিতে শিল্প শক্তি ব্যয়ের ১০ শতাংশ অপচয় রোধের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এ বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি শিল্প কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার কোনো সুযোগ তৈরিসহ এই খাতে শক্তি ব্যয় অপচয় রোধে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো প্রণোদনার সুযোগও প্রদান করা হয়নি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮: নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে কার্বন নির্গমন ৮০% কমিয়ে আনা। যদিও বাস্তবে ২০০০-২০১৫ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ৯৫% থেকে বেড়ে ৯৯% উন্নীত হয়েছে এবং ২০০০-২০১৬ সাল নাগাদ মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি (০.২ মে.ট. থেকে ০.৪৬ মে.ট. বৃদ্ধি) পেয়েছে যা এই নীতির লক্ষ্য অর্জনের ধারনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য

শক্তি থেকে দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের কথা থাকলেও বর্তমানে এই হার মাত্র ০.০৩%। এছাড়াও এই নীতিমালার আলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত সকল কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশসমূহে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতির কথা থাকলেও ২০২০-২১ অর্থ বছরে শর্তসাপেক্ষে ৬০ এএমপি পর্যন্ত ব্যাটারি কেনার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তবে এর বাতি এবং যন্ত্রাংশের আমদানির ওপর ৩১% কর এখনো অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ২০০৮ এর পর এনডিসি ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ১৫% প্রশমন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা হালনাগাদ করা হয়নি।

৩.৩. বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা: প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন সামঞ্জস্যতা

গবেষণাধীন ৭টি প্রকল্পের প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশিত ফলাফলে উল্লেখের বাইরে যদি প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের কথা বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যায় ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টির ক্ষেত্রে বনায়ন, ৩টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের সামঞ্জস্যতাপরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে একটি প্রকল্প ব্যতীত বাকি ৬টি প্রকল্পেই প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। বনায়নের প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২টি প্রকল্পে আংশিক বনায়ন করে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে এবং অপর ২ টি প্রকল্পে প্রস্তাবিত গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়নি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ৩ টি প্রকল্পের ২ টি সড়কবাতি সংক্রান্ত প্রকল্প যেখানে ১ টি প্রকল্পে প্রস্তাবনার উল্লেখিত রাস্তায় সড়কবাতি স্থাপন না করে অন্য স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার ইচ্ছামতো সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। অপর যে প্রকল্পের আওতায় সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেখানেও প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ৬৫০ কিলোওয়াট লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে ভোক্তা পর্যায়ে মাত্র ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩.৪.বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা: স্বচ্ছতা

গবেষণায় নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্পের স্থানীয় বাস্তবায়ন কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি এবং চাহিদাভিত্তিক কোন তথ্য প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিলোনা। ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টিতে তথ্যবোর্ড থাকলেও তথ্য বোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর ঘাটতি রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে জনদৃষ্টির আড়ালে নামসর্বস্ব তথ্যবোর্ডগুলো বসানো হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সমন্বিত তথ্য বোর্ড না থাকলেও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় তথ্য বাতায়নে অঞ্চল এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদের সুযোগ রাখা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে অঞ্চলভিত্তিক তথ্য বাতায়নে তথ্য হালনাগাদের বিষয়টি অনুপস্থিত।

৩.৫. বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা: জবাবদিহিতা

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে জবাবদিহিতা পর্যালোচনায় এই গবেষণায় প্রকল্পসমূহের তদারকি, নিরীক্ষা, মূল্যায়ন ও অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাকে জবাবদিহিতার নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি: গবেষণায় নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের সবগুলোই বাস্তবায়নকারি স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবীক্ষণ করার দাবি করলেও বাস্তবে এই তদারকির কোনো লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তা সংরক্ষণের চর্চা নেই।

বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের তদারকি: গবেষণাধীন ৭টি প্রকল্পের মধ্যে কেবলমাত্র ২ প্রকল্পে মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ দল তদারকিতে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ এবং গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতারা।

অর্থায়নকারি সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শন ও তদারকি: প্রতিটি প্রকল্পেই ট্রাস্ট তহবিল থেকে কর্মকর্তারা সরেজমিনে দুইবার পর্যবেক্ষণ/তদারকি করেছে।

স্থানীয় জনপ্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের তদারকি: স্থানীয় জনপ্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্পগুলোতে তদারকিতে সম্পৃক্ত থাকার যে প্রবিধান রয়েছে তা ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্পেই অনুসরণ করা হয়নি। কেবলমাত্র যে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ এর বিকল্প হিসাবে হিসেবে তদারকি করেছেন। অন্য প্রকল্পগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গবেষণাধীন প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না বলে তথ্য দিয়েছেন।

আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ওনিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা:গবেষণায় নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের সবগুলো প্রকল্প সমাপ্ত হলেও কোনো প্রকল্পই আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়নি।

আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা: গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা নেই। বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ জানান কেউ অভিযোগ করলে তারা ব্যবস্থা নেন, তবে কোনো অভিযোগ তারা এ পর্যন্ত পাননি।

৩.৬. বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসন চর্চা: জনঅংশগ্রহণ

প্রকল্প প্রণয়নে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ: পর্যবেক্ষণকৃত ৭টি প্রকল্পের মধ্যে কেবল ১টি প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে স্থানীয় পর্যায়ে সভা করা হয়েছে।

প্রকল্প তদারকিতে জনঅংশগ্রহণ: গবেষণাধীন৭টি প্রকল্পের মধ্যে কোন প্রকল্পেই প্রকল্পের উপকারভোগি, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তদারকিতে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

নারী ও অতি দরিদ্রদের মতামত গ্রহণ: প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে জনঅংশগ্রহণ বিশেষত নারী ও অতি দরিদ্রের মতামতের বাধ্যবাধকতা থাকলেও শুধুমাত্র ১টি প্রকল্পে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ৬টি প্রকল্পের কোনোটিতেই মতামত প্রদানের জন্যে স্থানীয় নারীদের বা অতিদরিদ্রদের কাউকেই আহবান করা হয়নি।

৩.৭.বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: অনিয়ম-দুর্নীতি

গবেষণার আওতাভূক্ত ৭টি প্রকল্পের সবগুলো প্রকল্পেই বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ৭টি প্রকল্পের সবগুলোই রাজনৈতিক সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে; যার মধ্যে ৩ টি প্রকল্পের অনুমোদনে তৎকালীন একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারিকে ১০% প্রকল্প অর্থ অগ্রিম ঘুষ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। একটি প্রকল্পের আওতায় ৬৫০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও ভোক্তা পর্যায়ে দৈনিক মাত্র ৫০ কিলোওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্বাহী আদেশ না থাকায় বিদ্যুতের অপচয় করা হচ্ছে। যেখানে প্রকল্পটির আওতায় উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করার সুযোগ না থাকায় অবমুক্তকরণের নামে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের অপচয় করা হচ্ছে। সড়কবাতি সংক্রান্ত দুটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথভাবে যাচাই না করেই অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলনসহ প্রকল্প দুইটি অনুমোদন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, একই সময়ে একই ধরনের সক্ষমতার প্রকল্পদুটি অনুমোদিত হলেও প্রকল্পদুটির আওতায় স্থাপিত সড়কবাতির ইউনিট প্রতি মূল্যের পার্থক্য প্রায় ১,০১,০০০ টাকা। এই দুটি প্রকল্পের মধ্যে যেই প্রকল্পে সড়কবাতির ইউনিট মূল্য সবচেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে সেই প্রকল্পটির প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার নির্বাচনে একজন মন্ত্রীর একজন প্রাক্তন সহকারি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং প্রকল্পটির মেয়াদান্তের পূর্বেই সেই প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক সড়কবাতি অকার্যকর হয়ে গিয়েছে।

সারণি ২: প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাক্কলিত আর্থিক মূল্য

প্রকল্প	কার্যক্রমভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতির আর্থিক মূল্য (টাকা)
প্রকল্প-১	বনায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৩.২৮ কোটি টাকার ৪০% তহবিল আত্মসাৎ	১,৩১,০০,০০০
প্রকল্প-২	প্রায় ১,০০,০০০ চারাগাছ কম লাগানোর অভিযোগসহ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামপ্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় হতে উধাও	৫৬,২৫,০০০
প্রকল্প-৩	নিম্নমানের চারা রোপণসহ, প্রকল্পের উল্লিখিত কার্যক্রমের আংশিক বাস্তবায়ন ও ব্যয় দেখিয়ে বরাদ্দকৃত তহবিলের অংশবিশেষ আত্মসাৎ	১,৮৪,৪২,০০০
প্রকল্প-৪	প্রকল্পের ৫০% কাজ বাস্তবায়ন করে বাকি অর্ধেকের মতো তহবিল আত্মসাৎ	৮,৬৬,০০,০০০
প্রকল্প-৫	২৮% অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৫৫,৯০,২০০
প্রকল্প-৬	একর প্রতি ১১ লাখ টাকা অতিরিক্ত দামে ৪ একর জমি ক্রয়সহ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	২৩,৪৪,০০,০০০
প্রকল্প-৭	৭০% অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৬৯,৮৮,৮০০

উপরে প্রকল্পভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি চিত্র উল্লেখ করা হলো যেখানে দেখা যায়, ৭টি প্রকল্পে অর্থায়নকৃত ৬৮.১৬ কোটি টাকার প্রায় ৫৪.৪% অর্থই (প্রায় ৩৭.০৭ কোটি টাকা) বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় ও আঁতাতের মাধ্যমেঅনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ/অপচয় করা হয়েছে।

৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণাটির ফলাফল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে বলা যায় -

- ❑ এনডিসি'তে প্রতিশ্রুত ১৫% প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা এবং কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহ হতে সরাসরি তহবিল সংগ্রহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে;
- ❑ পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও প্রশমনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে উল্টো কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে;
- ❑ প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, জনঅংশগ্রহণ ব্যবস্থা, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ❑ প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা বিদ্যমান;
- ❑ প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয় নি;
- ❑ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট আইএমইডি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিদপ্তরের সাথে বিসিসিটিএফ'র মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কোনো কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা নেই।

৫. সুপারিশমালা

ক্র/নং	সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন		
১	অবিলম্বে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
২	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অভিগম্যতা অর্জনে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পথনকশা প্রণয়ন করতে হবে	
৩	কয়লা ও এলএনজির মতো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	
৪	নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে সুলভে উৎপাদনে সরকারি প্রকল্পের ন্যায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদেরও একই ধরনের প্রণোদনা (কর অব্যাহতি এবং ক্যাপাসিটি চার্জ মুক্ত) প্রদান করতে হবে	
৫	বনায়ন ও বন্যপ্রাণী আবাস সংরক্ষণসহ বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	
প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন		
৬	প্রশমন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সুশাসন নিশ্চিতে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদন দিতে হবে	প্রকল্প অর্থায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭	তথ্যবোর্ডে আবশ্যকীয় উল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন সাপেক্ষে সকল	

	প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে	
৮	প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণসহ তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করতে হবে	
৯	অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মোবাইল নম্বর প্রদানসহ প্রকল্প এলাকায় গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	
১০	জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানসহ নীতিমালা সংশোধন করতে হবে	